১৭। পাপ

ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াই হল পাপ। আমরা সকলে এই দোষে অপরাধী। ঈশ্বর পাপের বিষয়ে কি মনে করেন, বিভিন্ন ধরণের পাপ, এবং পাপের ফলাফল কি তা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

মূল পাঠ: গণনাপুস্তক ১৫:২২-৩৬

এই শাস্তিটি ছিল ভয়াবহ এবং মারাত্মক: - "লোকটাকে মেরে ফেলতে হবে"। প্রাথমিক ভাবে এই শাস্তিটি অতিরিক্ত কঠোর মনে হয় - ভুল দিনে কাঠ কুড়াবার শাস্তি কি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে?

১. লোকটি কি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বররে অবাধ্য হয়েছিলো, নাকি সে কি ভুলে গয়িছেলিো যে সেই দিনটি ছলিো বিশ্রামবার?

২. যে সমস্ত পাপরে জন্য বলি উৎর্সগ করে ক্ষমা পাওয়া যায় এই লোকটর পাপ সইে সমস্ত পাপ থেকে কিভাবে আলাদা ছিল?

৩. আপনি কি মনে করনে যে ঈশ্বর সব সময় ন্যায়বান ও সঠিক?

৪. কেউ যদি ঈশ্বরের বাক্যকে অবজ্ঞা করে তার বিষয়ে ৩১ পদে বলা হয়েছে যে তার দোষ তার উপরইে থেকে যাবে। আপনি কি মনে করনে এই পাপ ক্ষমা পাবার অযোগ্য?

৫. পাপ ক্ষমা করবার আগে ঈশ্বর কেন পশু উৎর্সগ চাইতেন বলে আপনি মনে করেন? এখন কেন তিনি পশু উৎর্সগ আর তার দরকার মনে করনে না?

৬. ইচ্ছাকৃত পাপ এবং না জেনে করা পাপরে মধ্যে র্পাথক্য কি?

৭. না জেনে যদি আমরা কোন কছিু করি তার জন্য কি আমাদের দায়ী করা উচিত?

৮. ইচ্ছাকৃতভাবে করা কোন পাপের জন্য কি কোন উৎর্সগ করা সম্ভব ছিল?

৯. খ্রীষ্টের কোন অনুসারী যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন পাপ করে তাহলে কি কি পদক্ষপে নওেয়া উচিৎ হবে?

ইব্রীও ১০:২৬-৩১ পদগুলো নিয়ে ভেবে দেখুন।

পাপের তিনটি উৎস

১ যোহন ২:১৬ পদে বলা হয়েছে পাপ তিনটি উৎস থেকে আসে: দেহের কামনা, চোখের লোভ আর সম্পদ আর কাজকর্ম নিয়ে অহংকার।

১. সব পাপই কি এই তিনটি উৎসের মধ্যে পড়ে?

২. আদিপুস্তক ৩:১৬ পদ মিলিয়ে দেখুন। হবার কাছে পাপ কি এই তিনটি উৎস থেকেই এসেছিলো?

৩. লূক ৪:১-১৩ পদ মিলিয়ে দেখুন। যীশুর প্রলোভনগুলও কি এই তিনটি উৎসের অন্তর্ভুক্ত?

ঈশ্বর বাধ্যতা ভালোবাসেন এবং পাপকে ঘৃণা করেন

ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা বাধ্যতাকে কেন্দ্র করে স্থাপিত। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে একটু চিন্তা করুন:

- আদম এবং হবার অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে পাপ এবং মৃত্যু এসেছে; (রোমীয় ৫:১২)
- মোশীর নিয়মের প্রতি বাধ্যতার মধ্য দিয়ে সে সময়কার মানুষ তাদের পাপকে ঢাকা দিতে পারতো এবং তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারতো; (গণনাপুস্তক ১৫:২৮, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৪০)
- খ্রীষ্ট তার পরিপূর্ণ বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ আর অনন্ত জীবন পেয়েছে; (রোমীয় ৫:১৯)
- পাপের ক্ষমা আর অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাদেরও ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা প্রয়োজন; (রোমীয় ৬:১৬)

উপরের এই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাধ্যতা আমাদের জন্য একান্তই প্রয়োজন - ঈশ্বর বাধ্যতা ভালোবাসেন এবং পাপকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া মানেই পাপ করা (১ যোহন ৩:৪): পাপ হল ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়ার আরেকটি নাম: 'পাপ করা' মানেই হল ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। ঈশ্বর কেন পাপকে ঘৃণা করেন তা স্পষ্ট: আমরা যখন তার অবাধ্য হই তখন আমরা তার অস্তিত্বকে অবমাননা করি, আমরা তার সত্যতা, ভালবাসা, ধৈর্যশীলতা, ন্যায্যতা, বিশ্বস্ততা আর ক্ষমাশীলতাকে অগ্রাহ্য করি। (যাত্রা ৩৪:৬৭) পাপ করার মধ্য দিয়ে আমরা স্বয়ং ঈশ্বরকেই প্রত্যাখ্যান করি। পৌল বলেছেন,

> "পাপস্বভাব যা চায় তাতে আগ্রহী হবার ফল হলো মৃত্যু, আর আত্মা যা চায় তাতে আগ্রহী হবার ফল হলো জীবন ও শান্তি। যে মন পাপ স্বভাব যা চায় তাতে আগ্রহী, সেই মন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, কারণ তা ঈশ্বরের আইন-কানুন মানতে চায় না, মানতে পারেও না। কাজেই যারা পাপ স্বভাবের অধীন তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।" (রোমীয় ৮:৬-৮)

ঈশ্বর পাপকে এতটাই ঘৃণা করেন যে তিনি বলেছেন যে সমস্ত রকমের পাপের পরিণতই হবে মৃত্যু। ১৮ অধ্যায় - মৃত্যু দেখুন। তিনি মুত্যুকে "পাপের বেতন বলে অভিহিত করেছেন (রোমীয় ৬:২৩)।

আমাদের অবশ্যই বাধ্যতাকে ভালোবাসতে ও পাপকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে

ঈশ্বর চান যেন আমরা তার মতো হই, তাই আমাদেরকে অবশ্যই পাপ ছেড়ে তার বাধ্য হতে হবে; ঈশ্বর যেমন পাপকে ঘৃণা করেন আমাদেরও তেমনি পাপকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে। আর তা করবার একটি ভালো উপায় হলো বাইবেল পড়া। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মোশীর ব্যবস্থা ইস্রায়েল জাতিকে দেওয়া হয়েছিলো যেন তারা বুঝতে পারে যে ঈশ্বর পবিত্র - এই ব্যাবস্থার মধ্য দিয়ে তারা শিখতে পেরেছিল যে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ব্যাবধান কতোখানি এবং ঈশ্বর চান পরিপূর্ণ বাধ্যতা। নীচের এই পদ দু'টি নিয়ে একটু ভেবে দেখুন:

> আইন-কানুন পালন করলেই যে ঈশ্বর মানুষকে নির্দোষ বলে প্রহণ করবেন তা নয়, কিন্ত আইন-কানুনের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের পাপের বিষয়ে চেতনা লাভ করে (রোমীয় ৩:২০)।

> যে লোক সমস্ত আইন-কানুনপালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে পাপ করে সে সমস্ত আইন-কানুন অমান্য করেছে বলতে হবে। (যাকোব (২:১০)

খ্রীষ্ট ছাড়া আর কাউই এতো গভীরভাবে বাধ্য থাকতে পারেনি (যাকোব ৪:১৫)। আমরা কোন কোন সময়ে প্রলোভনের পথে পা বাড়াই, তবুও আমরা যদি বিশ্বস্ত হই, ঈশ্বর আমাদেরকে ধার্মিক বলে গ্রহন করেন। ৩৮ অধ্যায়, অনুগ্রহ দেখুন। ইস্রায়েলের পক্ষে ব্যবস্থা সঠিকভাবে পালন করতে না পারার অভিজ্ঞতা এবং খ্রীষ্টের পরিপূর্ণ বাধ্যতা থেকে আমরা পাপকে ঘৃণা করার শিক্ষা নিতে পারি।

আর একটি উপায়ে আমরা পাপকে ঘৃণা করতে শিখি, আর তা হোল জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা: যেমন আমাদের প্রলোভন, ব্যর্থতা, জীবনের সার্থকতা ইত্যাদি। ইয়োবের জীবনে যে সমস্ত পরীক্ষা এসেছিলো তা তাকে নম্রতার শিক্ষা দিয়েছিল, সে বুঝতে পেরেছিলেন যে সে একজন পাপী এবং তার পাপের ক্ষমার জন্য সে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল। গভীরভাবে নিজের আত্ম-অনুসন্ধান আর ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল ঈশ্বরের সামনে সে কত দুর্বল। যদিও তিনি বিশ্বস্ত এবং বাধ্য ছিল, তবুও সে ছিল দুর্বল এবং অযোগ্য । অনেক সময় আমাদের পক্ষে সত্যিকারভাবে পাপকে ঘৃণা করা অসম্ভব কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে খারাপ কোন আনুভূতি সৃষ্টি হয় না। বাধ্য ইয়োবের মতো, আমরা যদি ‘বড়’ কোন পাপ না করে থাকি, আমরা হয়তো ভেবে বসতে পারি যে আমরা অত্যন্ত ‘ক্ষুদ্র’ পাপী, তাই আমাদের অনুতাপ এবং মন-পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই।

ইয়োবের পরিবার, তার পশু-সম্পদ এবং তার স্বাস্থ্য ধ্বংস করে ঈশ্বর ইয়োবকে পরীক্ষা করেছিলেন। পাপকে ঘৃণা করতে এবং ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখার আগে তাকে তার নিজের সমস্ত কিছু হারাতে হয়েছিলো। আমারা যদি ইয়োবের মতো করে পাপকে ঘৃণা করা শিখতে পারি তাহলে তা আমাদের জীবনের উপরে অনেক বড় প্রভাব ফেলতে পারে - এটা আমাদের বুঝতে শিখায় যে পাপের ক্ষমা আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন। আমাদের পাপ অত্যন্ত “ক্ষুদ্র” হলেও এই ক্ষমা আমাদের প্রয়োজন।

> পাপের বিরূদ্ধে লড়াই করতে করতে তমাদের তো এখন পর্যন্ত রক্তপাত হবার মতো অবস্থা হয় নি. . . ছেলে আমার, প্রভুর শাসনকে তুচ্ছ কোর না, আর তিনি যখন বকুনি দেন তখন নিরাশ হোয়ো না, কারণ প্রভু যাকে ভালোবাসেন তাকেই শাসন করেন, আর সন্তান হিসাবে যাদের গ্রহণ করেন, তাদের প্রত্যেককে তিনি শাস্তি দেন। (ইব্রীয় ১২ ৪-৬)

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ	
পাপের সূচনা	আদি ৩:১-৭; রোমীয় ৫:১২,১৯।
পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বর কি মনে করেন	রোমীয় ৮:৬-৮; ১ যোহন ৩:৪; ৫:১৭।
পাপের উৎস	মথি ১৫:১৮-১৯, যাকোব ১:১৪; ৪:১৭; ১ যোহন ২:১৬
পাপের ফলাফল	যোহন ৮:৩৪; রোমীয় ৬:২৩
পাপ থেকে বিরত থাকা	আদি ৪:৭; রোমীয় ৬:১-২; ১ করি ১৫:৩৪; ইব্রীয় ১০:২৬; ১২:৪; ১ যোহন ৩:৬
ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করা	ইব্রীয় ৬:৪; ১০:২৬
না জেনে পাপ করা	লেবীয় ৪:২৭-২৮; গণনা ১৫:২২-২৯; যিহিষ্কেল ৪৫:২০
পাপের কিছু তালিকা	১ করি: ৬:৯-১০; গালাতীয় ৫:১৯-২১; ইফিষীয় ৫:৫: কলসীয় ৩:৫ প্রকা ২২:১৫

পাপ আসলে কি?

কি যে আসলে পাপ কখনো কখনো তা আমাদের কাছে স্পষ্ট না। কোন কোন পাপ আমাদের কাছে একেবারে স্পষ্ট কিন্তু অন্যগুলো বোঝা যায় না, আবার কখনো কখনো একজনের জন্য যা পাপ অন্যজনের জন্য তা পাপ নয়। উধাহরন সরূপ, এটা স্পষ্ট যে অসংযমতা (অমিতাচার বা লোভ করা) করা একটা পাপ (মথি ২৩:২৫), তথাপি একজনের কাছে যা অসংযম অন্যজনের কাছে কাছে তা অসংযম (বা অপব্যায়) নাও হতে পারে। এটা কেন হয়?

বাইবেলে আমাদের জন্য সব পাপের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই, তাই যখন কোন কিছু আমরা সহজে বুছতে না পারি, সে ক্ষেত্রে বাইবেলে দেওয়া নীতি অনুসরণ করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। সতর্কতার সাথে চিন্তা, আলোচনা আর প্রার্থনার পরেও যদি আমরা ভুল করে ফেলি তখন আমাদের সান্ত্বনা থাকবে যে ঈশ্বর দয়াবান এবং তিনি আমাদের ভুল কাজ ক্ষমা করতে পারেন।

নিচে দেওয়া পাপের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে ভেবে দেখুন।

জোর পূর্বক অবাধ্য হয়ে পাপ করা

> যদি কেউ ইচ্ছা করে অন্যায় করে তবে সে সদাপ্রভুকে অপমান করে। তাকে তার জাতির মধ্যে থেকে মুছে ফেলতে হবে। (গণনা ১৫:৩০)

ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করা

পাপ-স্বভাবের কাজগুলো স্পষ্টই দেখা যায়। সেগুলো হলো- ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতিমা-পূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈ-হল্লা করে মদ খাওয়া, আর এই রকম আরও অনেক কিছু। (গালাতীয় ৫:১৯-২১)

না জেনে পাপ করা

ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে অন্য কোন লোক যদি মনে অন্যায়ের ইচ্ছা না রেখে সদাপ্রভুর নিষেধ করা কোন কিছু করে ফেলে তবে সে দোষী হবে। যখন তাকে তার অন্যায় দেখিয়ে দেওয়া হবে. . . (লেবীয় ৪:২৭-২৮)

ভালো কাজ থেকে বিরত থেকে পাপ করা

তাহলে দেখা যায়, সৎ কাজ করতে জেনেও যে তা না করে সে পাপ করে। (যাকোব ৪:১৭)

উদাহরণ

নীচের উদাহরণগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। কোন বিষয়টি পাপ তা নির্ধারণ করার জন্য আপনি কোন নীতি অনুসরন করবেন?

১। ১ পিতর ৩:৩ পদে বলা হয়েছে যে বাইরের সাজসজ্জা দিয়ে নিজেকে সাজানো ঠিক না। তার মানে কি এই যে মহিলাদের কোন সাজগোজ করা বা সুন্দর পোশাক পরা থেকে বিরত থাকতে হবে?

২। শ্যামল তার জমানো কিছু টাকা শেয়ার-বাজারে বিনিয়োগ করলো। সারা মনে করে যে শ্যামল একটা ভুল কাজ করছে কারণ সে বিশ্বাস করে যে এটা এক ধরণের জুয়া খেলা।

৩। মথি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং সে ইনজিনিয়ার সংগঠনে যোগ দিলো। তার বোন চায় সে যেন সেই সংগঠনটি ছেড়ে দেয়, কারন সে মনে করে বিশ্বাসীদের জন্য কোন সংগঠনে যোগ দেওয়া ঠিক না।

৪। যাকোব নামে একজন আফ্রিকান খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হলো। তার দুই জন স্ত্রী আছে। এখন তার জন্য কি একজন স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ বাইবেলে বলে যে একজন প্রাচীনের কেবল একজন স্ত্রী থাকা উচিৎ (১ তীমথিয় ৩:২; আরো দেখুন মথি ১৯:৫-৬)?

৫। লিজা খ্রিষ্টে অবিশ্বাসী কয়েক জনের জন্য বাইবেল ক্লাস করতে চায়। তার স্বামী চায় না যে সে তা করুক, কারণ বাইবেল বলে যে শিক্ষা দেওয়ার কাজ থেকে নারীদের বিরত থাকা উচিত (১ তীম ২:১২)। লিজার যুক্তি হল ফিলিপের চারজন মেয়ে ভাববাদী ছিলো (প্রেরিত ২১:৮-৯) এবং প্রিষ্কিল্লা (একজন নারী) সুসমাচারের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮: ২৬)।

পাপ যেভাবেই হোক না কেন: জোর পূর্বক, ইচ্ছাকৃত ভাবে, না জেনে করা অথবা ভালো কাজ থেকে বিরত থেকে - পাপ যে করে সে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার দোষে অপরাধী। আমাদের ঈশ্বর দয়াবান, আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা চাওয়ার মধ্য ক্ষমা পেতে পারি। তবে ঈশ্বর কেবল তখনই আমাদের ক্ষমা করেন যখন আমরা আমাদের পাপকে পরিত্যাগ করি এবং তার পথ অনুসরণ করি। প্রেরিত পৌল এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

> সেইজন্য তোমাদের পাপ স্বভাবের মধ্যে যা কিছু আছে তা ধ্বংস করে ফেল। তাতে আছে সব রকম ব্যভিচার, অশুচিতা, কুবাসনা, মন্দ ইচ্ছা এবং লোভ যাকে একরকম প্রতিমা পূজা বলা যায়। যারা ঈশ্বরের অবাধ্য তাদের উপর এই সব কারণেই ঈশ্বরের শাস্তি নেমে আসছে। তোমরাও আগে ঐ রকম ভাবেই চলতে, কিন্তু এখন রাগ, মেজাজ দেখানো, হিংসা, গালাগালি, এবং খারাপ কথাবার্তা তোমাদের কাছ থেকে দূর কর। একজন অন্যজনের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমাদের পুরানো "আমি" কে তার কাজ সুদ্ধ কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলে তোমরা নতুন "আমি" কে পরেছ। এই নতুন "আমি" আরো নতুন হতে হতে তার সৃষ্টিকর্তার মত হচ্ছে, যেন সেই সৃষ্টিকর্তাকে তোমরা পরিপূর্ণভাবে জানতে পার . . . তার সেই প্রিয় লোক হিসাবে তোমরা আন্তরিক মায়া মমতা, দয়া নম্রতা, নরম স্বভাব এবং ধৈর্য দিয়ে নিজেদের সাজাও। একে অন্যকে সহ্য কর এবং কারো বিরূদ্ধে তোমাদের কোন দোষ দেবার কারণ থাকে তবে তাকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন তেমনি তোমাদেরও একজন অন্যজনকে ক্ষমা করা উচিত। আর এই সবের উপরে ভালবাসা দিয়ে নিজেদের সাজাও। ভালবাসা ঐ সব গুনগুলোকে একসংগে বেঁধে পূর্ণতা দান করে। (কলসীয় ৩:৫-১৪

সারাংশ

- ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াই পাপ।
- যীশু ছাড়া আর সবাই পাপ করেছে।
- আমদের উচিৎ পাপকে ঘৃণা করা এবং বাধ্যতাকে ভালবাসতে শেখা।
- পাপের আমাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বস্ত হই তাহলে ঈশ্বর আমাদের পাপের ক্ষমা দেবার জন্য সবসময়ই প্রস্তুত আছেন।

চিন্তার উদ্দীপক

১. বিভিন্ন ধরণের পাপের বিষয়ে ভেবে দেখুন। কোন ধরনের পাপকে অতিক্রম করা আপনার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর? কেন?

২. নীচে দেওয়া তালিকাটি দেখুন এবং এই বিষয়গুলো সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করুন এবং ভেবে দেখুন। কোন কোন পরিস্থিতিতে এই বিষয়গুলো পাপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? কোন কোন পরিস্থিতিতে এগুল কোন পাপ নয়?

   - প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা মাংস খাওয়া। ১ করি ৮:৯-১৩
   - কারো কাছ থেকে কোন তথ্য গোপন করা ।
   - বিশ্রামবার পালন না করা। কলসীয় ২:১৬

- কর/শুল্ক ফাঁকি দেওয়া।
- বাড়ি বা জীবনের জন্য বীমা করা।
- (পুরুষদের জন্য) সুন্নত/ত্বক ছেদন না করা। প্রেরিত ১৬:১-৩; গালাতীয় ২:৩
- (মহিলাদের জন্য) উপাসনার সময় মাথা না ঢাকা। ১ করিন্থীয় ১১:২-১৬
- আধুনিক ফ্যাশনের কাপড় পড়া। ১ তিমথীয় ২:৯; ১ পিতর ৩:৩

৩. রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদ পড়ুন। পৌলের অনুভূতির সঙ্গে আপনার নিজের অনুভূতির কি কোন মিল খুজে পান?

৪. আপনি কি মনে করেন কোন কোন পাপ অন্য বিভিন্ন পাপ থেকে বেশি মারাত্মক? আপনার যুক্তি এবং কিছু উদাহরণ দিন।

৫. (ক) আপনি কি মনে করেন, বাপ্তিস্মের আগে কি পাপের ক্ষমা পাওয়া সম্ভব?

(খ) আপনার পাপের জন্য আপনার দায়বদ্ধতা কখন আসে?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. আপনি কি সত্যিই সত্যিই পাপকে ঘৃণা করেন? যখন আপনি পাপ করেন, তখন আপনার নিজের কাছে কেমন লাগে? এ বিষয়ে আপনার মতামত এবং অনুভূতিগুলো সম্পর্কে লিখুন।

২. যীশুর প্রতি যিহুদা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তা কি ক্ষমা পাবার যোগ্য ছিলো, আপনি কি মনে করেন? লূক ১২:১০ এবং মথি ২৬:২৪ পদগুলো পড়ে একটু ভেবে দেখুন। পিতরের যিশুকে অস্বীকার করেছিল, যিহুদার পাপ কি পিতরের অস্বীকারের সমতুল্য ছিলো?

৩. ঈশ্বর কেন কোন কোন বিষয়কে পাপ বলে মনে করেন - এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা উপকারী। নীচে লেখা বিষয়গুলিকে কেন ঈশ্বর পাপ বলে মনে করেন বলে আপনি মনে করেন?

- কানাঘুষা বা পরচর্চা
- পেটুক হওয়া (খাবারের প্রতি লোভ)
- অহংকার
- ব্যভিচার
- কারো বিরূদ্ধে রাগ ধরে রাখা
- ধৈর্যের অভাব

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- The genius of discipleship লেখক Dennis Gillett (Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৪), ৭ অধ্যায়: “Pardon”. ৫ পৃষ্ঠা
- What the Bible teaches লেখক Harry Tennant (The Christadelphian, কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৬), ২ অধ্যায়: “Man: good or bad?”. ৯ পৃষ্ঠা
- Thine is the kingdom লেখক Peter Southgate (Dawn Book Supply কর্তৃক প্রকাশিত ২য় সংস্করণ , ১৯৯৭). অধ্যায় ৯, ৩০ পৃষ্ঠা।

আরো দেখুন

৬. ঈশ্বর কেমন?

১২. ঈশ্বর নিন্দা

১৬. প্রলোভন

১৮. মৃত্যু

২৫. দিয়াবল এবং শয়তান: নতুন নিয়ম

২৮. মন পরিবর্তন

২৯. একে অন্যকে ক্ষমা করা

৩৫. যীশুর খ্রিষ্টের আত্মত্যাগ

৩৮. অনুগ্রহ

৪৪. বিচার